ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪১ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ ফেব্রুয়ারী-২০২০/২৫৬৩—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

কোটিসতসহস্সেসু চক্কবালেসু দেবতা
যস্সানস্পটিগগনহন্তি, যঞ্চবেসালিয়াপুরে,
রোগমনুস্স দুব্বিভক্খু সম্ভুতন্তিবিধংভয়ং
খিপ্পমন্তরধাপেসি, পরিত্তংতংভনামহে।

(রতন সুত্তং)

লক্ষকোটি চক্রবালের দেবগন্ সেই রত্নসুত্রের আদেশ পালনে বাধ্য হয়। তারই প্রভাবে বৈশালীর রোগ-মৈনুষ্য-দুর্ভিক্ষ ভয় শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আনন্দ স্থবির ভগবানের আদেশে পরিত্রাণ পাঠ করিতে করিতে ভগবানের ব্যবহৃত পাত্রর জল লইয়া সিঞ্চন করিয়া দিলেন।

সম্প্রতি নেচার অ্যাস্ট্রনমি জার্নালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে দেখা যাচ্ছে আমাদের সৌরজগতের বাইরে অবস্থিত কোন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী একটি গ্রহে পৃথিবীর মতো বায়ুমন্ডল রয়েছে। আছে প্রাণের বিকাশের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা। ফলে বিজ্ঞানীদের অনুমান ঐ গ্রহে প্রাণও থাকতে পারে। এই গ্রহটির নাম 'কে২-১৮বি' এবং এটি আবিষ্কৃত হয় ২০১৫ সালে। আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে প্রায় ১১০ আলোকবর্ষ দুরে এটির অবস্থান। আমাদের পৃথিবীর মতো এই গ্রহটিও সূর্যের মতো আরেকটি নক্ষত্র 'কে২-১৮'-কে প্রদক্ষিন করে চলেছে।

নাসার কেপলার মহাকাশ যান এখনও পর্যন্ত এই ধরণের প্রায় একশো এক্সোপ্ল্যানেট বা 'সুপার-আর্থ' খুঁজে বার করেছে। বিজ্ঞানীরা এখন ব্যস্ত এই গ্রহ প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা সেটা জানতে। কেউ বলছেন এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়ত সম্ভব। কেউ বলছেন একেবারেই সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছি যে মহাশূন্যে আরো অনেক সৌরমণ্ডল রয়েছে।

বিজ্ঞানের কাজ প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রাপ্ত তথ্য সমর্থন না করলে বিজ্ঞান তা গ্রহণ করেনা। তাই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিজাত জ্ঞানকে বিজ্ঞান গ্রহণ করেনা। কিন্তু মজার কথা এই যে বিজ্ঞান যত নিজেকে উন্নত করছে তত নতুন নতুন তথ্য তার সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। যা কিনা আধ্যাত্ম্য সাধনাকারীরা আধ্যাত্ম সাধনা অথবা যোগবলে অনেক আগেই জেনেছেন এবং প্রকাশও করে গেছেন।

এখন একটু অন্যরকম করে বিষয়টি ভাবা যাক।

আমরা যখন রতন সূত্র পাঠ করি তখন দেখি সেখানে লক্ষকোটি চক্রবালের দেবতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে লক্ষকোটি চক্রবালের কথা বলা হয়েছে তা আজকের বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিগত বিদ্যার সাহায্যে তার যৎসামান্য মাত্র হদিশ করতে পারছে।

বুদ্ধের জীবন কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অতঃপর তিনি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের কার্যকরী কমিটি ও সাধারণ পরিষদ পুর্ণগঠন

''নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'' তথা ''All India Federation of Bengali Buddhsits''-এর ২০১৯-২০২২ কার্যকালের জন্য ৩২ জন সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ এবং ২৬ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন—

সভাপতি—ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া (সল্টলেক)।

সহ-সভাপতিগণ—শ্রী আশিস বড়ুয়া (গড়িয়া), শ্রী আশিস বড়ুয়া (পটারি রোড), ক্যাপ্টেন (তীশ রঞ্জন বড়ুয়া (ট্যাংরা), শ্রী অনাদি রঞ্জন বড়ুয়া (সল্টলেক), শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া (টালিগঞ্জ)।

সাধারণ সম্পাদক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া (নিউ টাউন)।

সম্পাদকগণ—শ্রী দীপক চৌধুরী (লেনিন সরণী), শ্রী পিনাকী বড়ুয়া (সুভাষগ্রাম), শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া (পটারি রোড), শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, (পটারি রোড)।

সহ-সম্পাদকগণ—শ্রী বিনয়ভূষণ বড়ুয়া (দমদম ক্যান্ট.), শ্রী ধ্রুবজ্যোতি বড়ুয়া (লেকটাউন)।

কোষাধ্য(—শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া (পটারি রোড)।

সদস্যবৃন্দ—ভদন্ত বুদ্ধর(িত মহাস্থবির, শ্রীমতি সুষমা বড়ুয়া (তেঘড়িয়া), শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া (রাজচন্দ্রপুর), শ্রী দিলীপ সিংহ (বেদিয়াপাড়া), শ্রী সজল বড়ুয়া (টালিগঞ্জ), শ্রী উদয় বড়ুয়া (পটারী রোড), শ্রীমতি সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী (বেলুড়), শ্রী গোপাল চন্দ্র বড়ুয়া (দুর্গাপুর), ড. রতনশ্রী মহাস্থবির (দমদম ক্যান্ট), শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া (পটারি রোড), শ্রী নবা(ন বড়ুয়া (রামপুর), শ্রী আশীষ বড়ুয়া (হাজরা বাগান)।

সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন— শ্রী সুজিত বড়ুয়া (পটারী রোড), শ্রীমতি সবিতা বড়ুয়া (সোদপুর), শ্রী পার্থ বড়ুয়া (দমদম ক্যান্ট), শ্রী রাহুল বড়ুয়া (বাগুইআটি), শ্রী সুব্রত বড়ুয়া (দিল্লী), শ্রী তপন মুৎসুদ্দী (মালবাজার)।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

বোধিজ্ঞানের এক-একটি পর্ব আত্মস্থ করতে শুরু করলেন। রাত্রির এক-একটি যামে তিনি অধিগত করলেন বোধিজ্ঞানের একেকটি পর্ব। অবশেষে রাত্রির তৃতীয় যামে জ্ঞাত হলেন জন্মান্তর জ্ঞান। জানলেন তাঁর পূর্বাপর ৫৪৪টি জন্মের কথা। তাঁর চোখের সামনে চলচিত্রের মতন ভেসে উঠল একের পর এক সে দৃশ্য।

এই দৃশ্য ভেসে ওঠার কথায় কারুর কারুক মনে খটকা লাগে। বিজ্ঞানের ছাত্ররা ঘটনাটা মানতে পারেনা, আবার অবিশ্বাস করতেও তাদের মন চায়না। এক দোটানায় দোদুল্যমান অবস্থা তাদের। এইরকম এক সময়ে কোন একটি ক্লাশের বিজ্ঞান শিক্ষক তার ছাত্রদের বললেন যদি সবাই পড়া করে আসো তাহলে আমি একটা গল্প বলব। বিজ্ঞানের গল্প। খুদে বিজ্ঞানীরদল গল্পশোনার নেশায় পাগল। তারা সবাই প্রস্তুত। গল্প শুনতেই হবে।

স্যারের গল্প বলা শুরু হোল। তোমরা শক্তির কথা পরেছো। তোমরা জানো যে শক্তির কোন ক্ষয় নেই। সে রূপান্তরিত হয় মাত্র। তোমরা এটা জানো। তাহলে তোমরা এখন এই মুহূর্তে সেটা দেখছো সেটা আলোক শক্তির কারণে, তাই তো? আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে ১,২৩,৩২৬ মাইল। তাহলে সেই গতিবেগের চেয়ে দ্রুতগামী কোন যান যদি নির্মাণ করা যায় তাহলে এই আজকের ক্লাশটা তোমরা আবারও দেখতে পারো। পারো কিনা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে রামায়ন মহাভারতের যুদ্ধটাও তোমরা দেখতে পারো। খুদে বিজ্ঞানীরা সব নির্বাক। তাদের চিন্তা দ্রুত বহমান।

একজন খুদে বিজ্ঞানীর ভাবনায় খেলে গেল তার শোনা যোগী পুরুষদের কথা। যোগবলে তাদের স্থানান্তরে গমনের কথা। তার ভাবনা যেন একটা দিশা পেল। আলোর গতিবেগের চেয়েও বেশী গতিবেগ সম্পন্ন যানের কি প্রয়োজন? মনটা নিয়ে গেলেইতো হয়। তবে কি ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধপুর্নিমার সেই রাতে মন নিয়ে ঘুরে এলেন তাঁর পূর্বতন ৫৪৪টি জন্ম? নিমেষে জান হোল সব। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো।

আমরা যতই নিজেদের বুদ্ধিমান বলে মনে করিনা কেন আসলে আমরা নিজেদের গন্ডীর বাইরে বেরোতেই পারিনা। আমরা সব কূপমন্ডুকের দল। তা নাহলে এখনও পর্যন্ত এটা কেন বুঝতে পারলামনা যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে আমরা একা নই। এখন আমরা জেনেছি পৃথিবী ছাড়াও মনুষ্য বাসোপযোগী আরও দুটি গ্রহ 'কে২-১৮', 'কে২-১৮বি' রয়েছে এই বিশ্বে। এ ছাড়া এরকম আরও কতগুলো গ্রহ আছে আমরা এখনো জানিনা।

জানবো কি করে? আমরাতো অজানা পথে পাড়ি জমাতে ভয় পাই। জীবন-মৃত্যুর এই গন্ডী পেরিয়ে বেড়িয়ে যাবার কথা ভাবতে পারি কি? আমরা কাব্য করে বলি—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এটাতো একটা স্থবির মানসিকতা। মানবের মাঝে কতদিন আমি বেঁচে থাকতে পারি? ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়া যে সুনিশ্চিত। যে ইচ্ছা কোনদিন পূরণ হবেনা, সেই ইচ্ছা পোষণ করার অর্থ কি? কল্পনার মায়াজাল বুনন ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে?

অথচ এই সুনিশ্চিত সত্যকে মেন নিলেইতো সব সমস্যার সমাধান। অনিশ্চিত অসম্ভবের বাসনায় ছুটেনা বেড়িয়ে সুনিশ্চিত এগিয়ে চলার পথে পা বাড়ানোই শ্রেয়। মহামানব বুদ্ধ লোকান্তরে (তূষিত স্বর্গে) গিয়ে মাতৃদেবীকে অভিধম্ম দেশনা করেছিলেন। তাঁর এই তূষিত স্বর্গে গমন কোন মনুষ্যনির্মিত যানে করে নয়। এই গমনে তাঁর সময় লাগেনি বললেই হয়। চোখের পলক অথবা আলোর গতিবেগের সঙ্গে তা তুলনীয়।

খুদে বিজ্ঞানী তার চিন্তার জাল বুনে চলে। আমরা তার ভাবনা দেখে কৌতুক করি। আমাদের নিজস্ব কোন ভাবনাতো নেই। তাই।

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের উদ্যোগে মোগলমারি ভ্রমণ

শিক্ষামূলক ভ্রমনের গুরুত্ব একটু অন্য স্বাদের হয়। সাধারণ ভ্রমণে শুধু আনন্দ অথবা বিনোদন থাকে। সেখানে শিক্ষামূলক ভ্রমনে, বেড়ানোর আনন্দের সাথে সাথে অজানাকে জানার এক অপার রোমাঞ্চ নিহিত থাকে। তাই সাত বছর পর পুনরায় যখন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে অবস্থিত মোগলমারি বৌদ্ধবিহার যাবার কথা ঠিক হলো মনটা আনন্দে নেচে উঠল। সিদ্ধান্ত মত All India Federation of Bengali Buddhists পটারী রোড-এর পরিচালনায় শনিবার, ১১ই জানুয়ারী ২০২০ ভোর সাড়ে ছ-টার সময় ৫৭ জন বিভিন্ন বয়সের ভ্রমনার্থীকে নিয়ে 'ভলভো' বাসে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। বাসেই যাত্রীদের প্রাতরাশ-এর ব্যবস্থা করা হয়। ঘন্টা দেড়েক পরে 'মেচেদায়' চা-পানের বিরতি দেওয়া হলো। বাস থেকে নামতেই জমাট ঠান্ডা হাওয়া আমাদের চমকিত করেছিল। তাড়াতাড়ি গরম চা পান করে বাসে উঠে পড়লাম। বাইরে সবুজ প্রান্তরের মাঝে নানা রঙের গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, টিউলিপ ফুলের মেলা রাস্তার দুইধারে ছড়িয়ে আছে। বাইরের এই নয়নাভিরাম দৃশ্য আর বাসের ভিতর গান, গল্প আর আড্ডাকে সাথে নিয়ে ঘন্টা তিনে পরেই পৌঁছে গেলাম মোগলমারি বৌদ্ধ বিহারে। মহাবিহারে প্রবেশের পূর্বেই আমরা দুপুরের আহারের পর্ব শেষ করলাম। এক অনবদ্য আয়োজন। সময় নষ্ট না করে দ্রুত মহাবিহারের দিকে অগ্রসর হলাম। বাস রাস্তার বাঁদিকে লাল মাটির রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক পথ পেরোলেই এখানে পৌঁছন যাবে। এই মুহূর্তে প্রায় সাড়ে চার বিঘে জমিতে এই বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়া লালমাটির ইটের তৈরি বাসস্থান, উপাসনাগৃহ, সিঁড়ি, নানা ভঙ্গিমায় মূর্তি নজরে আসে। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলোতে উপাসনা ও বিদর্শন চর্চার সাথে সাথে পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল। দেশ বিদেশের আবাসিক ছাত্ররা এখানে পড়াশোনার সুযোগ পেত। তক্ষশীলা, নালন্দা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। মোগলমারী বৌদ্ধ বিহার ও তার ব্যতিক্রম নয়। কথিত আছে এখানে প্রায় পাঁচহাজার ছাত্র ও এক হাজার শিক্ষক অবস্থান করতেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে পারা যায়।

কালের অন্তরালে ইতিহাসে গৌরবজ্জল এই বৌদ্ধ বিহারটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। স্থানীয় মানুষ এই ঢিবি আকৃতির ধ্বংসাবশেষকে সখিসেনার ঢিবি বলে থাকেন। ২০০৩ সালে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের পরিচালনায় অধ্যাপক অশোক দত্তের নেতৃত্বে সখিসেনা ঢিবির খনন কাজ শুরু হয়। এরপর ধাপে ধাপে মোট ৯(নয়টি) পর্যায়ে খনন কাজ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ে নতুন কিছু প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জানা গেছে এই মহাবিহারটির আয়তন ৩৬০০ বর্গ মিটার। এছাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত মৃৎপাত্র, কড়ি, টেরাকোটার প্রদীপ খনন কাজের সময় পাওয়া গেছে। উৎখননের সময় ৯৫টি ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে স্মরণীয় আবিষ্কার হলো, মহাবিহারের নামফলক উদ্ধার। মোগলমারি বৌদ্ধ মহাবিহারের আবিষ্কার ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ইতিহাসের অমোঘ আকর্ষনে মন্ত্রমুগ্ধ আমাদের সকলকে হঠাৎই অস্তাচলের সূর্য জানিয়ে দিল ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা উপস্থিত। আমাদেরও এবার ঘরে ফেরার পালা। ঠান্ডাও জাঁকিয়ে পড়ছে। ফেরার আগে জগতের সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য মাননীয় ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে আমরা সমবেত ভাবে বুদ্ধ বন্দনা, পঞ্চশীল গ্রহণ ও পরিত্রাণ প্রার্থনা করলাম। মনটা শান্ত, স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো। আরও একবার মুগ্ধ বিস্ময়ে মোগলমারি বৌদ্ধ বিহার ওরফে সখীসেনার ঢিবির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে ফিরে চললাম গন্তব্যের দিকে। মনে মনে অঙ্গিকার রইলো আবার আসিব ফিরে।

প্রতিবেদক ঃ সত্যজিৎ বড়ুয়া

THIS PRECIOUS BUDDHIST SITE IS CRYING FOR ATTENTION

Excavated items lie without much protection at Sannati

Kumar Buradikatti

Kala Buragi

Sannati, an important Buddhist site in Kalaburagi district excavated bud the Archaeological Survey of India (ASI), is a picture of official apathy with many of the precious items excavated continuing to be housed in temporary sheds near the excavation site, or worse, lying scattered in the open. A few items have been shifted to a museum.

Even a sculpture-portrait of Emperor Ashoka–the only available image of the Mauryan emperor, which is considered the most important thing found in the excavation–is also in a small open shed with no protective walls. Except acquiring 24 acres of land for excavation, the State government has done little to conserve the historic site.

In September 2009, the Karnataka Housing Board took up the construction of a museum, dormitories, staff quarters and compound wall at a cost of Rs. 3.52. croere on a fairly big plot a few metres away from the excavated site in Kanaganahalli. The structures were almost finished but not handed onver to the ASI even a decade later.

''The State has not handed over the buildings to the ASI even 10 years since their construction. As far as I know, the government has not taken them into is possession as there were some issues related to payment of bills to the contractor. The buildings are not in usable condition now. Shifting of excavated panels and other sculptures is also a challenge as items carved in light limestone are delicate,'' G Kamaraj, Deputy Superintending Archaeological Engineer attached to Dharwad Circle of ASI, told *The Hindu.*

About Sannati

Sannati, a small village on the banks of the river Bhima in Chittapur taluk of Kalaburagi, came into prominence after the collapse of the roof of the Kali temple in Chandralbama temple complex in 1986. The collapsed revealed the historically valuable Ashokan edicts written in Prakrit language and Brahmi Script at the foundations of the temple, attracting historians from across India. The revelations subsequently prompted excavations by the ASI at Sannati and the nearby Kanaganahalli that, in turn, led to the discovery of the magnificent Maha Stupa, which had been referred to as Adholoka Maha-Chaitya (The Great Stupa of the Netherworlds) in the inscriptions. More importantly, a sculpture-portrait of Ashoka seated on his throne with his queens was also discovered.

The excavations also found aroujnd 60 sculpted domes and slabs, sculpture-portraits of more than four Shatavahana monarchs, certain unique depictions of Buddhist missionaries sent by Ashoka to different parts of India, clay pendants, black polished pottery, Satavahana and pre-Satavahana coins, ornaments made of copper, ivory and iron, a township with paved pathways, houses, limestone flooring, tablets, sculptures, and terracotta items. Historians believe that the Sannati Ranamandal (war zone) was a fortified area spread over 210 acress, of which only a couple of acres have been excavated so far.

Courtesy–The Hindu, Bangolore dt.09.10.2019

বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রে ৩২তম কঠিন চীবর দানোৎসব

মধ্য কলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের আবাসিক ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের সমাপণে কেন্দ্রের বিহার প্রাঙ্গনে পবিত্র কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপিত হল বিগত ৩রা নভেম্বর ২০১৯ (রবিবার)। বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন ও সমগ্র বিশ্বের শান্তি কামনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। এরপর পঞ্চশীল গ্রহণ ও শ্রমণ-ভিক্ষুগণের সমবেত কণ্ঠে বুদ্ধবন্দনার মধ্য দিয়ে বিহার এবং তৎ-সংলগ্ন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে শান্তি আর আনন্দের বাতাবরণ। উপাসক-উপাসিকাগণ পবিত্র মনে মেতে ওঠেন সঙ্ঘদান কার্যে। অপরাহ্নে প্রদীপ পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান, মুখ্য অনুষ্ঠান অর্থাৎ কঠিন চীবর উৎসর্গ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পরমপুজ্য শ্রীমৎ সুধর্ম্মা মহাস্থবির। অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞ শ্রী সৌম্যদীপ দত্ত। তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা স্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছিল। বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের বক্তব্যে বারবার ফুটে উঠছিল শীল পালন ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। অনুষ্ঠানে বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের চারজন উপাসক/উপাসিকাকে (শ্রী অনিল বড়ুয়া, শ্রী অনাদিরঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি শীলাদেবী চৌরশিয়া, শ্রীমতি অঞ্জলি বড়ুয়া) 'সমাজ-স্বজাতি-স্বধর্মের' উন্নতিকল্পে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়। ফেডারেশন বার্তার ১০ম বর্ষের ৪০তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় উক্ত অনুষ্ঠানে। সর্বশেষে এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন বস্ত্র ও কম্বল। বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থ ঃ 'অনুসন্ধান'
গ্রন্থকার ঃ বরুণ বিকাশ বড়ুয়া, মালবাজার
প্রকাশক ঃ হারাধন বড়ুয়া
প্রকাশকাল ঃ অশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৪২৬ (ইং ২০২৯)
পৃষ্ঠা ঃ ৪৩
মূল্য ঃ ৫০ টাকা

বাংলা ভাষায় রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধমূলক গ্রন্থ হল 'অনুসন্ধান' গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যদিয়েই প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি। বৌদ্ধ গবেষক ও প্রাক্তন সাংবাদিক শ্রী বরুণ বিকাশ বড়ুয়া মহাশয় তাঁর এই 'অনুসন্ধান' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে ১৬টি মূলবান প্রবন্ধ ও তথ্যমূলক আলেখ্য প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি লেখাই তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লিখিত। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বড়ুয়া ও চাক্‌মা', 'ভারতে বৌধধর্ম ও তার পরিণতি', 'বৌদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারের সন্ধানে' প্রবন্ধগুলি বিশেষ ভাবে মনে দাগ কাটে। লেখকের সহজ সরল বাচনভঙ্গি ও পরিষ্কার-সাবলীল লেখার নিপুণতা প্রবন্ধগুলিকে খুবই মনোগ্রাহী করে তুলেছে।

তবে প্রবন্ধগুলির মধ্যে তথ্যসমৃদ্ধির অভাব লক্ষ্য করা যায়। অধিক হালকা হওয়ার জন্য গ্রন্থের মান কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। গ্রন্থটিতে তথ্যসূচি অথবা গ্রন্থপঞ্জিকার উল্লেখ থাকলে গবেষক মহলে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হত। 'দান' সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পাওয়ার আশা করা যায়।

সর্বশেষ বলা যায়, লেখক গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে যেসব প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন, সেইসকল প্রবন্ধগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে আরো বিস্তর কাজ করা যায়। লেখক তাঁর চিন্তা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ লেখকদের বিষয় ভাবনা উপহার দিয়েছেন। বরুণ বিকাশ বড়ুয়া মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তাঁর এই অনুসন্ধান মূলক কর্মের জন্য। আশারাখি, ভবিষ্যতে তিনি এইরূপ আরো গ্রন্থ পাঠক সমাজকে উপহার দেবেন।

আলোচক ঃ শ্রীমতি বন্দনা ভট্টাচার্য

অর্ধেককে পিছনে ফেলে আর এক অর্ধেক এগোলে গৌরবে বহুবচন?

সংবিধানের সত্তর ও জাতবৈষম্য

মেরুনা মুর্মু

২৫ নভেম্বর ১৯৪৯ গণপরিষদে বি আর আম্বেডকর তাঁর বক্তৃতায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ যে সংবিধান গৃহীত হবে, তাতে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সাম্য এলেও আর্থ সামাজিক সাম্য অধরাই থেকে যাবে। এও বলেছিলেন যে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্যের ভিত যদি সামাজক ন্যায়, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধে নিহিত না থাকে তবে তার টিকে থাকা অসম্ভব। তিনি অনুভব করেছিলেন, বর্ণভদবিশ্বাসী, ব্রাহ্মণ্যবাদী-সামন্ততন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হিন্দু সমাজব্যবস্থায় যযি চিরকালীন আন্তেবাসী মানুষের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ না দেওয়া যায়, তবে গণতন্ত্রের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সংবিধানের প্রাণকেন্দ্রের যে 'We the people'-এর ধারণা, আদ্যোপান্ত অগণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় জারিত জাতপাতভিত্তিক থাক বিন্যস্ত হিন্দু সমাজের বাস্তবতা তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এটা জেনেই সাংবিধানিক নৈতিকতাকে আইনি হস্তক্ষেপে বৈধতা দান করতে চেয়েছিলেন আম্বেডকর।

সংবিধানের ১৫, ১৬ ও ১৯ নম্বর ধারা যদিও সামাজিক আদানপ্রদান, মেলামেশা আর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্য আনতে চেয়েছিল, এবং ১৭ নম্বর ধারা অস্পৃশ্যতাকে আইনত অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিল, আদিবাসী জনগোঠীর মানুষেরা পেশা, খাদ্য, পোষাক, ভাষা, আচার-ব্যবহারে বর্ণহিন্দুদের চেয়ে পৃথক হওয়ার ফলে তাঁদের চিরতরে অস্পৃশ্য অশুচি ঠাহরে সামাজিক বহিষ্করণের নিদান দিয়ে অসাম্যের বিধানগুলো জবরদস্ত ভাবে কায়েম রেখেছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা হিন্দুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং ধর্মজনিত বহুমাত্রিক হিংসা ও বৈষম্যের শিকারই শুধু নন, নির্মম জাতপাত ভেদ-সংবলিত ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজে এঁরা আজীবন সম্মান, মৌলিক মানবাধিকার ও ক্ষমতার অধিকার থেকে বহিষ্কৃত। এও সত্যি যে ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়ে স্বাতন্ত্র্যচেতনার অধিকারী প্রান্তবাসী সম্প্রদায়গুলি নিজেদের চলনবলন, আদবকায়দা, স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে ক্রীতদাসমূলক সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াকে আত্মীকরণ করে মূলস্রোতে মিশে আত্মঘাতী প্রয়াসে ব্রতী হলে "তুমি নিশ্চিত অবাঞ্ছিত অপর' এমন নিদান দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ তাদের জাতিকাঠামোর তলার দিকে ক্ষমাঘেন্না করে হয়তো জায়গা করে দেয়। তবে ২৯ নম্বর ধারার দৌলতে অষ্টম তফসিলে কয়েকটা আদিবাসী ভাষা সরকারি ভাষার মান্যতা পাওয়ায় এই বহিষ্করণ ও কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষাটুকু বেঁচে থাকবে আশা করা যায়।

ভরসার কথা যে, এক দিকে যেমন অরণ্যের অধিকার আইন (২০০৬) কেড়ে নিয়ে বনাঞ্চল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চলছে, তেমন যোগ্য জবাব দিতে আদিবাসীরা আজ কর্পোরেট বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে জড়িত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে রুখে দিচ্ছেন সংবিধানের অবমাননা। সংবিধানে তফসিলি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে তাঁদের পূর্ণ স্বশাসনের অধিকার আছে। তা ছাড়া পঞ্চায়েত আইন (১৯৯৬) অনুযায়ী এই সব অঞ্চলে আদিবাসী গ্রামসভা-ই সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত ছাড়া সরকার 'উন্নয়ন'-এর নামে কোনও অনাদিবাসীকে জমি বেচতে বা হস্তান্তর করতে পারে না। ২০১৩-১৪-য় আমরা দেখি ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার লাঞ্জিগড়ে বেদান্ত অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড নিয়মগিরি পাহাড় খনন করে বক্সাইট উত্তোলন করার প্রস্তাবে সরকার রাজি হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় ডোংরিয়া কোন্ধ জনজাতির মানুষেরা কি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ২০১৬-১৭'য় ঝাড়খণ্ড সরকার যখন ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট-এর সংশোধন এনে আদিবাসীদের জমিকে ব্যবসায়িক মুনাফার জন্য হস্তান্তর করতে চায় তখন খুনতি, গুমলা, সিংভুম, পশ্চিম সিমডেগার আদিবাসীরা জল, জঙ্গল, জমির লুট প্রতিরোধের জন্য অভিনব পাতালগড়ি আন্দোলন গড়ে তোলেন। তফসিল জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য সংবিধানের অংশবিশেষ পাথরের ওপর খোদাই করেন।

কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গ, যেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে আম্বেডকর গণপরিষদে গিয়েছিলেন? ২০১১ আদামশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ ১০.৭% দলিত মানুষের বাসস্থান হওয়ায় দরুন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় স্থানে। এই রাজ্যের ৫.১% মানুষ আদিবাসীও বটে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে চোখ রাখলে দেখা যায় অন্তর্বিবাহবিরোধী ও জাতিভিত্তিক পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন, বৈবাহিক আদানপ্রদানের রীতিনীতি। আর ৪৬, ২৪৩ডি, ২৪৩টি, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫ সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক হালহকিকত কী? পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে বিধানসভায় উচ্চবর্ণের সদস্য ১৯৭২-এ ৩৮% থেকে ১৯৯৬-এ বেড়ে দাঁড়ায় ৫০%। শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া/অনগ্রসর জাতিভুক্ত বলেই কত প্রান্তিক মানুষদের জীবনকে নিজের খাতে বইতে দেওয়া হয় না এখানে। মনে পড়ে ১৬ অগস্ট ১৯৯২ সালে লোধাশবর জনজাতির প্রথম স্নাতক চুনি কোটালের লাগাতার জাতভিত্তিক নিপীড়ন থেকে মুক্তিপেতে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া? তফসিলি জাতি ও জনজাতি (নির্যাতন নিরোধ), ১৯৮৯ আইন অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি কিন্তু সে দিনও মেলেনি।

শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই রাজ্যের নানা জেলায় ২৩ জন আদিবাসী কিশোরী-তরুণীর ধর্ষনের মামলা দায়ের হয়েছে। তাও ২০১৮ সালে এই অপরাধপ্রবণতা কমানোর রক্ষাকবচকে আইনি ভাবে লঘু করা হয়েছে। ১৬ অক্টোবর ২০১৭-র খবরে জানা যায় যে, তফসিলি জাতি-জনজাতি সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, দলিত ও আদিবাসীদের উপর অপরাধের নিরিখে এই রাজ্য দ্বিতীয়, এবং সরকার সে ব্যাপারে শুধু উদাসীনই নয়, দায়িত্বজ্ঞানহীনও বটে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিবৈষম্যের প্রভাব নজর কাড়ার মতো ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪-১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকেরা সংখ্যায় ছিলেন ৪৯, ১১৭। তার মধ্যে তফসিলি জাতিভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৩,০৩৭ (৬.১৬%) আর তফসিল জনজাতিভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৪৫১ (০.৯১%)। মেধার নামে সামাজিক বহিষ্করণ তো হামেশা ঘটে। মেধাতালিকা বা গবেষণা প্রকল্পে সংরক্ষিত আসনে উচ্চবর্ণের নামের ছড়াছড়ি। কারণ হিসেবে বলা হয় যোগ্য বা মেধাবী দলিত বা আদিবাসী এবং অনগ্রসর জাতভুক্ত পভুয়া পাওয়া যায়নি। কলকাতার নিকটবর্তী কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও উচ্চবর্ণের অধ্যাপকেরা নিচু জাতের গবেষকদের গবেষণা করান না, এটাই অলিখিত নিয়ম।

১৬ নম্বর ধারা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বংশগরিমাহীন দলিত বা আদিবাসী যাকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবমাননার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি, তেমন দৃষ্টান্ত এ রাজ্যে বিরল। বর্ণভেদভিত্তিক ব্রাহ্মণবাদের একচ্ছত্র শাসনতন্ত্র সরকারি অফিসে সুদৃঢ় ভাবে 'সংরক্ষিত'। আমার পরিচিত বেশ কিছু আবিাসী সরকারি আধিকারিকদের মতামত এই যে, যত সুদক্ষ ভাবেই দায়িত্ব পালন করুন না কেন, আদিবাসী হওয়ার দরুন তাঁদের ভাগ্যে ভদ্রলোক আধিকারিকদের দিক থেকে অনাস্থ বাঁধা। চাকরি জীবনে বেশির ভাগ সময়ে সেই সব দফতরেই পোস্টিং হয়ে থাকে, যেগুলো সরকার চালানোর নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঊর্দ্ধতন অফিসারদের মধ্যে যেমন অন্তর্নিহিত সংশয় যে আদিবাসী হলেই কর্মদক্ষতাহীন, অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যেও তাচ্ছিল্য ভাব, এই ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে এঁরা আদতে কিছুই জানেন না। তাই কর্মদক্ষতার অগ্নিপরীক্ষায় নিরন্ত্র নিজেদের প্রমাণ করতেই চাকরিজীবন চলে যায়।

সংখ্যাতত্ত্বে এটা স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী গোষ্ঠী শিক্ষা, জীবিকা, আর্থিক অবস্তা, জীবনধারণের মানের নিরিখে অবহেলিত গোষ্ঠী এবং তাদের অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় গড়ের নীচে। জাতির অর্ধেক মানুষকে

পিছনে ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পদদলিত করে জাতির আর এক অর্ধেক এগিয়ে গেলে গৌরবে বহুবচন হতেই পারে—কিন্তু সার্বিক উন্নয়ন হওয়া অসম্ভব।

মানুষের চিন্তনে ও মননে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে উৎপাটিত করার বিপ্লব না ঘটলে সাংবিধানিক সংরক্ষণের শতাবর্ষিকী উদ্‌যাপনেও আদিবাসীদের হাজার হাজার বছরের বঞ্চনা, অবহেলা, শোষণ ও শাসন যন্ত্রণার ইতিহাস পাল্টাবে না। মগজে কার্ফুর দরুন জাতপাত ও জাতিবৈষম্য ব্যবস্থার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অচলায়তন ভেঙে জনজাতিদের প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে সমাজে সমানাধিকার ও সমদর্শিতার উন্মেষ কি তা হলে সত্যিই এ দেশে কল্পনাতীত?

আমি তো সেই স্বপ্নই আজীবন দেখে যাব যে এক দিন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠবে, যেখানে সবাই শুধুই 'মানুষ' পরিচয়ে বাঁচবে।

আপনারা আমার পাশে থাকছেন তো?

(সৌজন্যে—আনন্দবাজর পত্রিকা, ২৯.০১.২০২০)

বাবাসাহেব ডঃ আম্বেদকরের ২২টি শপথ

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৬ সন
দীক্ষাভূমি, নাগপুর, ভারত

১। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে ভগবান বা ঈশ্বর বলে মনে করি না এবং আমি তাদের পুজো করবো না।

২। আমি রাম এবং কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করি না এবং আমি তাহাদের পুজো করবো না।

৩। আমি গৌরী-গনেশকে এবং অন্যান্য হিন্দুদেব দেবীতে বিশ্বাস করিনা এবং তাদের পুজো করবো না।

৪। আমি ভগবানের অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাস করি না।

৫। আমি বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে বিশ্বাস করি না। ইহা মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ প্রচার।

৬। আমি শ্রাদ্ধ করবো না এবং পিণ্ডদান করবো না।

৭। বৌদ্ধধর্ম থেকে আলাদা কোন প্রকার আচার আচরণ আমি পালন করবে না।

৮। আমি ব্রাহ্মণদের দ্বারা কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করাবো না।

৯। আমি মনে করি সকল মানুষই সমান।

১০। আমি (মানুষে মানুষে) সাম্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকবো।

১১। আমি বুদ্ধ বর্ণিত অষ্টাঙ্গমার্গ অনুসরণ করবো।

১২। আমি বুদ্ধ বর্ণিত দশপারমিতা অনুসরণ করবো।

১৩। জগতের সকল জীবিত প্রাণীদের প্রতি থাকবে আমার দয়া ও করুণা। আমি তাদের সকলকে রক্ষার চেষ্টা করবো।

১৪। আমি চুরি করবো না।

১৫। আমি মিথ্যা বলবো না।

১৬। আমি কোন প্রকার অবৈধ সম্ভোগ করবো না।

১৭। আমি কখনো মধ্যপানে / নেশায় আসক্ত হবো না।

১৮। আমি বুদ্ধের প্রজ্ঞা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও করুণার অনুশাসন ভিত্তিক জীবন যাপন করবো।

১৯। যে হিন্দু ধর্ম মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার পক্ষে ক্ষতিকারক, যে হিন্দু ধর্ম মানুষকে ছোট বড় এবং উন্নত অবনত বলে চিহ্নিত করে আমি সেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করছি।

২০। আমি বিশ্বাস করি বুদ্ধের ধর্মই সদ্ধর্ম।

২১। আমি বিশ্বাস করি আমার নতুন জন্ম হল।

২২। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আজ থেকে বুদ্ধের অনুশাসন ও শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করবো।

সৌজন্যে শ্রী অমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, দত্তপুকুর, জেতবন বড়ুয়া পাড়া, ভারত

বোধগয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে গ্রন্থভুক্ত করার এক অভিনব প্রয়াস

ব্রিটিশ মিউজিয়াম খুব শীঘ্র প্রকাশ করতে চলেছে বোধগয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের (অর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল) বোধগয়া সংক্রান্ত সংগ্রহশালার উপর নির্ভর করে মূলত গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কিউরেটার ড. ডেনিয়েলা ডি সাইমন সম্প্রতি কোলকাতার একটি সভায় বলেছেন—মূলত স্যার আলেকজন্ডার কানিংহামের সংগৃহীত দ্রব্যগুলি বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, মহাবোধি মহাবিহার, বোধিবৃক্ষ, বজ্রাসন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যরূপে পুনঃ মূল্যায়ন যোগ্য।

প্রথম জীবনে স্যার কানিংহাম ছিলেন একজন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার। সেই সময় তিনি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে কাজ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রতি উৎসাহ বোধ করতে থাকেন। 1861 সালে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত হন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের বিষয়ে যুক্ত হন। ফলস্বরূপ কানিংহাম বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রকরণ গ্রন্থাবলী, প্রচুর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেন। যদিও তার বেশকিছু অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে বেশ কিছু স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বৌদ্ধভাস্কর্য ও অলঙ্কার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় আছে 1894 সাল থেকে। গ্রন্থটিতে প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হবে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আসার পূর্বে ও পরবর্তীকালে মহাবোধি বৌদ্ধ বিহারের অবস্থা কিরূপ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন বোধগয়া মহাবোধি মহাবিহারের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে বুদ্ধ যুবরাজ সিদ্ধার্থ থেকে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একজন সত্যিকারের ভিক্ষু, দার্শনিক, ধর্মীয় প্রধান, প্রকৃত-শিক্ষক। সর্বশেষ তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী প্রসঙ্গে সম্রাট অশোকের রুম্মিন্দেহ ক্ষুদ্র স্তম্ভ অনুশাসনের উল্লেখ করেন। এই স্তম্ভের মাধ্যমে বুদ্ধ সম্পর্কিত লিখিত তথ্যসমূহ জনমানসে উন্মোচিত হয়।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

বন্নুপথ-জাতক

শাস্তা বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে অবস্থানকালে জনৈক এক ধর্মানুষ্ঠানে নিরুৎসাহী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে বন্নুপথ জাতক (বালুকা মার্গ জাতক) কাহিনীটি বলেছিলেন।

কথিত আছে তথাগত যখন শ্রাবস্তী নগরে ধর্মদেশনা করছিলেন, তখন এক সদ্বংশজাত পুত্র সেই দেশনা শ্রবণ করে এবং তার মনে প্রতীতি জন্মায় যে, কামনাই সমস্ত দুঃখের কারণ। অতএব তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং অভিসম্পদা লাভের আশায় পাঁচবৎসর জেতবনে ধ্যানে মগ্ন হয়ে অবস্থান করলেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টা করেও তিনি ধ্যানফল লাভ করতে অসমর্থ হলেন। অবশেষে তিনি মনে দুঃখ নিয়ে লোকালয়ে ফিরে আসেন। একদিন তার বন্ধুবান্ধবরা কিছুটা বলপূর্বক সেই নিরৎসাহ ভিক্ষুকে শাস্তার কাছে নিয়ে গেল। শাস্তা ভিক্ষু সমস্ত কথা শুনে বললেন তুমিতো পূর্বে বিলক্ষণ বীর্যবান ছিলে! তোমারই বীর্যপ্রভাবে একদা মরুকান্তারে পাঁচশত শকটের গো, মনুষ্যগণ জল পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তবে এখন তোমার মনোবল হারিয়ে গেল কেন? শাস্তা এই কথা শুনে ভিক্ষুর হৃদয়ে আবার উৎসাহের সঞ্চার হল। তখন শাস্তা ভিক্ষুর পূর্বের জীবন কথা বলত আরম্ভ করলেন ঃ

পুরাকালে বারণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সেইসময় বোধিসত্ত্ব এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্তির পর পাঁচশত শকট নিয়ে নানা স্থানে বাণিজ্য করে বেড়াতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দূর দেশে যাত্রার সময় এক বিস্তীর্ণ মরুকান্তারে প্রবেশ করলেন। এই ভীষণ মরুদেশ পার করার সময় পথিকেরা রাত্রিবেলা পথ চলত আর দিনের বেলা বিশ্রাম করত কারণ দিনের বেলা প্রচন্ড সূর্যের তাপে বালুকারাশি অঙ্গারের ন্যায় প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠত। প্রত্যেকের দলের সঙ্গে একজন করে 'স্থল-নিয়ামক' থাকতেন। যিনি নক্ষত্র দেখে গন্তব্য পথ নির্দেশ করে দিতেন। বোধিসত্ত্ব মরুভূমিতে প্রবেশ করে ঊনষাট যোজন পথ অতিক্রম করে ভাবলেন 'আজরাতেই তারা মরুভূমি অতিক্রম করে লোকালয়ে প্রবেশ করবে'। ভাবামাত্রই তিনি সমস্ত জল, কাঠ প্রভৃতি অনেক দ্রব্য অনাবশ্যক মনে করে ফেলে দিয়ে গরুগুলির পিঠের বোঝা লাঘব করলেন এবং গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলেন। যে গাড়ীটি সবার আগে চলছিল তাতেই স্থল-নিয়ামক বসে ছিলেন ও পথ নির্দেশ করছিল। কিন্তু হঠাৎই স্থল-নিয়ামক ঘুমিয়ে পড়লে গরুগুলি গাড়ীসমেত বিপরীত মুখে চলতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে অন্যান্য গাড়ীগুলোও স্থল-নিয়ামকের গাড়ীটি অনুসরণ করতে লাগল। গাড়ীগুলো সারারাত উল্টো পথে চলল। ভোরে নিয়ামকের ঘুম ভাঙলে তিনি দেখেন, পূর্বরাতে যে স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই স্থানে এসেই গাড়ীগুলো দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন তাদের কাছে পানীয় জল নেই, কাঠ নেই। যা দিয়ে তারা জীবন ধারণ করতে পারে। অথচ ক্রমাগত সূর্যের প্রখর তেজে জলের তেষ্ঠায় তাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে লাগল। বিভিন্ন স্থান ঘুরেও কেউ জলের সন্ধান করতে পারল না। বোধিসত্ত্ব ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে একগুচ্ছ কুশ দেখতে পেলেন এবং মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয়ই এখানে জল পাওয়া যাবে। তখন তিনি অনুচরদের কোদাল দিয়ে ঐ স্থান খনন করতে বললেন। প্রায় ষাট হাত খনন করেও জল পাওয়া গেল না। তখন অনুচরের হাল ছেড়ে অসহায়ের মতো বসে পড়লেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আশা ছাড়ল না। তিনি কূপের মধ্যে নেমে কান পাতলে জল শব্দ শুনতে পেলেন। এই অবস্থায় তিনি এক উৎসাহী বালক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে সাহসে ভর করে হাতুড়ি নিয়ে কূপে নামলেন। কারণ বোধিসত্ত্ব দেখলেন অন্য সকলে উদ্যমহীন হয়ে পড়লেও বালক ভৃত্যটি নিরুদ্যম হয়নি। সে প্রভুর আদেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত। ক্রমাগত হাতুড়ির আঘাতে কূপের নিচেকার পাথর ভেঙে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই অবরুদ্ধ জলরাশিতে কূপ পূর্ণ হয়ে উঠল। তখন সকলে সেই জল পান করল ও মহানন্দে স্নান করতে লাগল। এইভাবে বেঁচে গেল পাঁচশত মানুষ ও প্রাণীর জীবন। অবশেষে তারা কাঠ জোগার করে ভাত রান্না করল। শেষে গরুগুলোকে খাইয়ে তারা পুনরায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। রাত্রিশেষে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দ্বিগুণ, চতুর্গণ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে নিজদেশে ফিরে গেল।

কথা শেষে শাস্তা এই গাথা পাঠ করলেন ঃ

"সুগভীর কূপ করিল খনন অক্লান্ত বণিক্‌দল,
তাই তারা পে'ল ভীম মরুস্থলে প্রচুর শীতল জল।
সেইরূপ জে'ন, জ্ঞানিজন যত বিচরণ ভূমণ্ডলে,
হৃদয়ের শান্তি লভেন তাঁহারা অধ্যবসায়ের বলে।।"

অবশেষে সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু চরম ফল অর্থাৎ অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

সমবধান ঃ তখন এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিলেন সেই উৎসাহী বালক ভৃত্য, তাঁর বন্ধুবান্ধবরা ছিলেন বুদ্ধের অনুচর আর সেই বণিক ছিলেন আমি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ

কর্মব্যস্ত জাপানের একটি বৌদ্ধ মঠের যাবতীয় ধর্মীয় কাজ সমাপন করছে একটি মাত্র রোবট

জাপানের নাম উচ্চারিত হলেই ভীষণ কর্মব্যস্ত একটা দেশের ছবি ফুটে ওঠে সবার মানসপটে। সেই দেশের অধিকাংশ মানুষ কাজে ব্যস্ত থাকেন। স্বভাবতই জাপানিদের বিশ্বাস অনুযায়ের ধর্মীয় অনুশীলন করার মতো সময় নেই। ফলে তাঁরা নিয়মিত মঠে গিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন না। ধর্মচর্চার নিত্য অভ্যাস করে যাওয়ায় ইদানীং তাঁরা প্রার্থনা করার নিয়মনীতিও ভুলে যাচ্ছেন। তাই ব্যস্ততার মাঝেও যারা একটু সময় বের করে মঠে আসছেন, তাঁদেরকে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছে রোবট।

জাপানের কিয়োটো শহরের কোদাইজি নামে ৪০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ মঠে দেখা গেল এই দৃশ্য। সেখানে সকল ধর্মীয় কাজ সামলাচ্ছে যন্ত্র-মানব। "কানন' নামে এই রোবট সম্পর্কে কোদাইজি মঠের প্রধান পুরোহিত তেনজো পোতো জানালেন এই বিহারের সবই করছে এই যন্ত্রমানব। কারণ রোবট তো আর মানুষের মতো কর্মব্যস্ত হতে পারে না। রোবটের অলসতা বা একঘেঁয়েমিও আসে না। এরা ক্লান্ত হয় না। এদের মৃত্যুও হয় না। কোনও কিছু ভুলেও যায় না বরং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোবটের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এসব দিক বিবেচনা করেই রোবটকে মঠের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি এও বলেন মানুষের মতো রোবটের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণার লেশমাত্র নেই। তাই আধ্যাত্মিক কাজে রোবট ভীষণ উপযুক্ত। প্রধান পুরোহিতের আশা, বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারের রোবট অনেক পরিবর্তন সাধন করতে পারবে। তবে এর সমালোচনাও শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে রোবটের হাতে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা সঠিক নয়। এই রোবট তৈরি করেছেন জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানী হিরোশি ইশিগুরো।

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যানারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের 'ধর্মগঙ্গায়' আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

৫-১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০

১৯শে ফেব্রুয়ারী- ১লা মার্চ, ২০২০

৪-১৫ মার্চ, ২০২০

১লা-১২ই এপ্রিল ২০২০

১৫ই-২৬শে এপ্রিল, ২০২০

২৯শে এপ্রিল-১০ই মে, ২০২০

যোগাযোগ ঃ ফোন- ০৩৩-২৫৫৩ ২৮৫৫, ২২৩০ ৩৬৮৬, ২৩৩১ ১৩১৭
e-mail : info@ganga.dhamma.org

কুমিল্লা জেলায় প্রথমবার আয়েজিত হল "পবিত্র ভিক্ষু পরিবাস"

বিগত ২০-৩১ জানুয়ারি ২০২০ কুমিল্লা- নোয়াখালি অঞ্চলে প্রথমবারের মতন আয়োজিত হল পবিত্র ভিক্ষু পরিবাস (ওয়াইক) এবং ব্যুহ-চক্র মেলা-২০২০। "আলীশ্বর শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহারে" আয়োজিত এই পুণ্যবহ অনুষ্ঠানমালায় দেশ-বিদেশের পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ ও সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে ধর্মদেশনা এবং মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আয়োজকদের পক্ষে সভাপতি শ্রীমৎ প্রজ্ঞাশ্রী মহাথের, কার্যকরী সভাপতি শ্রীমৎ জিনানন্দ মহাথের এবং সাধারণ সম্পদক শ্রী জ্যোতিষ সিংহ দেশ-বিদেশের সকল অতিথিবৃন্দ তথা স্থানীয় প্রশাসনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কলকাতা-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট
কলকাতা-১৫

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- 5′5″, যোগাযোগ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৪। **পাত্র :** Class X, বেসরকারী সংস্থায় চাকুরে, উচ্চতা- , বয়স-২৯, যোগাযোগ : 8420610907 / 7980185194.

৫। **পাত্রী :** বয়স ২৭, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৬। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৭। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

৮। **পাত্রী :** B.Tech, Officer Bank of Baroda, Height : , 28 yrs, Sodepur, 24 pgs (N), যোগাযোগ : 9231530113, 8981060950

৯। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech, সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9231530113

১০। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১১। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১২। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, সরকারী সংস্থার অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBE, LLB, যোগাযোগ : 8777638778 / 9810344356

১৩। **পাত্রী :** MA (Geog), Hooghly (ব্যান্ডেল) উচ্চতা- , 26 yrs, যোগাযোগ : 9831878247

১৪। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8334870803

১৫। **পাত্রী :** বয়স ২৯, উচ্চতা , শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies (Tokyo Japan), বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। যোগাযোগ : 9231439779।

১৬। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBA (বেসরকারি সংস্থায় Asst. Manager), যোগাযোগ : 8981713184/8902863472।

১৭। **পাত্রী :** MA, B.Ed, Siliguri, বয়স 30 years, যোগাযোগ : 947558546

১৮। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা- , বয়স 27 yrs, Ichapur, যোগাযোগ : 9433242569

১৯। **পাত্রী :** B.Sc, , বয়স 25 yrs. Entally, যোগাযোগ : 9748908551, 9846425320

২০। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। যোগাযোগ : 9000666084 / 9163934609।

২১। **পাত্র :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩৪, শিক্ষা স্নাতক, পঃবঃ পুলিশে কর্মরত। যোগাযোগ : 8910211855 / 8777795707।

DHAMMA GANGA

Vipassana Kendra
On B.T. Road, First left after "Peerless Nagar"
Near Baro Mandir Ghat,
Harish Chandra Dutta Road, Kolkata-700 114
Westg Bedngal, India
Website : www.ganga.dhamma.org

FOR GETTING INFORMATION ONLY

Dhamma Ganga Office : 033-25532855, 25833910
R. P. Dutta : 9674605756 (9 a.m. to 5 pm. Only

Contact Nos.

Dipak Kamdar	: 9330932193	(Whats App only)
Kakoli Bhattacharya	: 9163789480	
Trisha Kothari	: 9830159093	
Chaitali Bagchi	: 9903192698	
D P Mandal	: 9433221119	
Pawan Gupta	: 9331017470	

SCHEDULE FOR COURSES (2020)

10 Days Regu8lar Course (For New & Old Students)

08 Jan – 19 Jan	29 Apr – 10 May	16 Sep – 27 Sep
22 Jan – 02 Feb	27 May – 07 Jun	30 Sep – 11 Oct
05 Feb – 16 Feb	10 Jun – 21 Jun	18 Oct – 29 Oct
06 Feb – 17 Feb (Dhaka)	24 Jun – 05 Jul	02 Nov – 13 Nov
19 Feb – 1st Mar	08 Jul – 19 Jul	18 Nov – 29 Nov
04 Mar – 15 Mar	22 Jul – 01 Aug	02 Dec – 13 Dec
01 Apr – 12 Apr	19 Aug – 30 Aug	16 Dec – 27 Dec
15 Apr – 26 Apr	02 Sep – 13 Sep	

- Course starts from evening of First Day. (reach before 4 pm).
- Course ends on morning at 7.00 am of last day.
- It is necessary to stay for full duration of the course.

APPLY FOR 10 DAYS COURSE ONLINE VISITING www.dhamma.org

SCHEDULE (2020)

SATIPATHANA	12 Apr	**CHILDREN COURSE**
23 Mar – 31 Mar	26 Apr	19 Jan
08 Aug – 16 Aug	10 May Budh Purnima	16 Feb
2/3 Days Course	24 May	15 Mar
01 Aug – 04 Aug	07 Jun	26 Apr
11 Oct – 14 Oct	21 Jun	24 May
13 Nov – 16 Nov	05 Jul Guru Purnima	21 Jun
AT MEETING &	19 Jul	19 Jul
DHAMMA SEWA W/S	01 Aug	30 Aug
19 Mar – 22 Mar	30 Aug	13 Sep
ONE DAY COURSE	13 Sep	11 Oct
05 Jan Mega One Day	27 Sep Mega One Day	29 Nov
19 Jan	11 Oct	27 Dec
02 Feb Mega One Day	01 Nov	
16 Feb	29 Nov	
01 Mar	13 Dec	
15 Mar	27 Dec	

সংবাদ একনজরে

● সল্টলেকে একাদিবসীয় "আনাপান ধ্যান" শিবির আয়োজিত হল "তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির" উদ্যোগে—বিগত ২৬শে জানুয়ারী ২০২০ (রবিবার) সল্টলেকের "বি.জি. ব্লক কমুউনিটি হলে"। বিদর্শন শিক্ষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের পরিচালনায় এই শিবিরে প্রায় ৩৫ জন ধ্যানার্থী অংশগ্রহণ করেন। সল্টলেক-নিউটাউন অঞ্চলের বৌদ্ধ পরম্পরায়ের মানুষজন ছাড়াও অন্যান্য অংশের মানুষেরা শিবিরে যোগদান করেন। অংশগ্রহনকারী সকলকে তথা পরমপূজ্য বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন "তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির" সম্পাদক শ্রী নেপাল চন্দ্র বড়ুয়া।

● **"বিশ্বভারতীর" আয়োজনে দু'দিনব্যাপী জাতীয় কনফারেন্স**—Department of Marathi, Visva-Bharati এবং SC, ST, OBC Employees Association, Visva-Bharati যৌথভাবে আয়োজিত করছে দুদিনের (১/২ ফেব্রুয়ারী ২০২০) একটি জাতীয় কনফারেন্স। বিষয়—"Contribution of Dr. B.R. Ambedkar to Modern India" বারোটি বিভাগে আলোচনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরহিত করবেন বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য—অধ্যাপক (ড.) বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি তথা প্রধান বক্তা ডা. বি. আর. আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়, মউ, মধ্যপ্রদেশ এর পূর্বতন উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) সি. ডি. নায়েক।

● **ছত্রিশগড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বুদ্ধিষ্ঠ কনক্লেভ**—আগামী ৮, ৯ এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২০ ছত্তিশগড়ের মহাসমুদ জেলার শিরপুরে আয়োজিত হতে চলেছে "তৃতীয় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনক্লেভ" এবং "প্রথম আন্তর্জতিক ভিক্ষুণী ও উপাসিকা ধর্মচর্চা"। সমগ্র অনুষ্ঠানটির যুগ্ম আয়োজক হলেন নাগাজুন ফাউন্ডেশন, শিরপুর এবং ছত্তিশগড় অনগ্রসর মহাসভা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিরপুরে উৎখনিত পুরাতত্ত্ব ক্ষেত্রটিকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ ঐতিহ্যরূপে দাবি করছেন পুরাতত্ত্ববিদরা।

● **অধ্যাপক বেনীমাধব বড়ুয়া ৪র্থ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান**— বিগত ২১শে ডিসেম্বর ২০১৯ Professor Benimadhab Barua Foundation ৪র্থ স্মারক বক্তৃতা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হল বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার হলে। এবারের স্মারক বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এবং বৌদ্ধ-বিদ্যা অধ্যয়ন বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক (ড.) সুকমল বড়ুয়া, বক্তৃতার বিষয় ছিল— "অভিভক্ত বঙ্গে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার ক্রমধারা"। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন ডীন অধ্যাপিকা মহুয়া মুখার্জী। সভার সভাপতি ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপিকা (ড.) বন্দনা বড়ুয়া। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিচালিত হয় ডা. অঙ্কুর বড়ুয়ার সৌজন্যে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সংগঠিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান ফাউন্ডেশনের সম্পদিকা অধ্যাপিকা (ড.) শাশ্বতী মুৎসুদ্দী।

প্রয়াত জেষ্ঠ্যভ্রাতা প্রকৌশলী
দীপকজ্যোতি বড়ুয়ার স্মৃতিতে
(জন্ম ঃ ০৫.০২.১৯৪৭)
(মৃত্যু ঃ ১৫.০৯.২০১৯)
(পিতা ঃ প্রয়াত সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া)
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রী ধ্রুবজ্যোতি বড়ুয়া

গ্রীণপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৫৫

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত